মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬৪৩

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৪. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - আযান

আরবী

عَن ابْن عمر قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ والدارمي

বাংলা

৬৪৩-[৩] (’আবদুল্লাহ) ইবনু ’উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় আযানের বাক্য দু’ দু’বার ও ইক্বামাত(ইকামত/একামত)ের বাক্য এক একবার ছিল। কিন্তু ’’ক্বদ্ ক্ব-মাতিস্ সলা-হ্’’-কে (অর্থাৎ- সালাতে দাঁড়ানোর সময় নিকটবর্তী হয়েছে) মুয়াযযিন দু’বার করে বলতেন। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও দারিমী)[1]

ফুটনোট

[1] হাসান : আবূ দাঊদ ৫১০, নাসায়ী ৬২৮, দারিমী ১১৯৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে আযানের বাক্যগুলো দু’ বার করে এবং ইক্বামাত একবার করে দেয়া হত। ক্বারী বলেন, আযানের শুরুতে তাকবীর (আল্লা-হু আকবার) চারবার দিতে হবে। আর শেষে তাহলীল (লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) একবার বলতে হবে। এ দু’টি বিষয় অত্র হাদীসের ব্যাপক হুকুমের বাইরে বিশেষ হুকুম। বাহ্যিকভাবে এ হাদীস যদিও তারজী' আযানকে নিষিদ্ধ করে কিন্তু আবূ মাহযূরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা তারজী' আযান প্রমাণিত হয়। যেহেতু আবূ মাহযূরাহ্ (রাঃ) বর্ণিত সহীহ হাদীসে আযানের অতিরিক্ত বাক্যগুলো রয়েছে এবং এর নিষিদ্ধতার কোন হাদীস নেই সেহেতু অতিরিক্ত বাক্য সম্বলিত হাদীসটি গ্রহণ করা আবশ্যক। যদিও ইবনু ‘উমার (রাঃ)-এর কথা দ্বারা তারজী' আযানের বিরোধী কথা প্রমাণিত হলেও আবূ মাহযূরাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা তারজী' আযান-এর গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়। আর নিয়ম হলো, নেতিবাচক হুকুমের

উপর ইতিবাচক হুকুম অগ্রাধিকার পাবে। মুয়াযযিন ইক্বামাতের মধ্যে “ক্বদ্ ক্ব-মাতিস্ সলা-হ্” বাক্যটি দু’বার বলবে।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55200

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন